রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ৩০, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/৮ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-৮৬-আইন/২০২৪।—সরকার, কার্যবিধিমালা ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবণ্টন) এর আইটেম ২৯(খ) এর ক্রমিক ৫ ও ৮ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত "The Registration of Foreigners Act, 1939" এর বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল :—

(রেজিস্ট্রেশন অব ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৩৯ এর অনূদিত বাংলা পাঠ)

রেজিস্ট্রেশন অব ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৩৯

(১৯৩৯ সনের ১৬ নং আইন)

[৮ এপ্রিল, ১৯৩৯]

বাংলাদেশে বিদেশি ব্যক্তিগণের নিবন্ধন সম্পর্কিত বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন[১]

যেহেতু বাংলাদেশে প্রবেশকারী, অবস্থানকারী এবং বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানকারী বিদেশি ব্যক্তিগণের নিবন্ধন সম্পর্কিত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও ব্যাপ্তি।**—(১) এই আইন রেজিস্ট্রেশন অব ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৩৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

[১]এই আইনের সর্বত্র "বাংলাদেশ", "সরকার" এবং "টাকা" শব্দগুলি যথাক্রমে "পাকিস্তান", কেন্দ্রীয় সরকার" এবং "রুপি" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

মূল্য : টাকা ৪.০০

২। **সংজ্ঞা**—এই আইনে—

(ক) "বিদেশি ব্যক্তি" অর্থ বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি;

(খ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত।

৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—সরকার প্রাক-প্রকাশনার পর, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিদেশি ব্যক্তি সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত সকল বা যেকোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা: —

(ক) বাংলাদেশে প্রবেশকারী বা অবস্থানকারী কোনো বিদেশি ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বা পদ্ধতিতে এবং তথ্যাদিসহ নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান;

(খ) বাংলাদেশে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলাচলকারী কোনো বিদেশি ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো স্থানে আগমন করিবামাত্র তাহার অবস্থান সম্পর্কে নির্ধারিত সময়ে বা পদ্ধতিতে এবং তথ্যাদিসহ নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান;

(গ) বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানকারী কোনো বিদেশি ব্যক্তি কর্তৃক তাহার প্রস্থানের পূর্বে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাহার প্রস্থানের সম্ভাব্য তারিখ এবং নির্ধারিত তথ্যাদিসহ কোনো নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট প্রদান;

(ঘ) বাংলাদেশে প্রবেশকারী, অবস্থানকারী, বা বাংলাদেশ হইতে প্রস্থানকারী কোনো বিদেশি ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট চাহিবামাত্র তাহার পরিচিতি সম্পর্কিত নির্ধারিত প্রমাণপত্র দাখিলকরণ;

(ঙ) কোনো হোটেল, বোর্ডিং হাউজ, সরাইখানা বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনো প্রাঙ্গণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত স্থানে যেকোনো মেয়াদের জন্য অবস্থানকারী কোনো বিদেশি ব্যক্তির নাম নির্ধারিত সময়ে এবং পদ্ধতিতে নির্ধারিত তথ্যাদিসহ চাহিবামাত্র কোনো নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকরণ;

(চ) কোনো জলযান বা আকাশযানের ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে প্রবেশের বা বাংলাদেশ হইতে প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে উক্তরূপ জলযানে বা আকাশযানে প্রবেশকারী কোনো বিদেশি ব্যক্তি সম্পর্কে নির্ধারিত তথ্যাদি কোনো নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ, এবং এই আইন কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বা নির্ধারিত সহায়তা প্রদান;

(ছ) এই আইন কার্যকর করিবার লক্ষ্যে সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় ও সমীচীন মর্মে বিবেচিত আনুষঙ্গিক বা সম্পূরক অন্যান্য বিষয়।

৪। **প্রমাণের দায়ভার**।—এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার অধীন যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এইরূপ কোনো প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে যে, তিনি বিদেশি বা বিদেশি নহেন অথবা তিনি কোনো বিশেষ শ্রেণির বা বর্ণনার বিদেশি বা বিদেশি নহেন, তাহা হইলে, সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত ব্যক্তি বিদেশি নহেন বা, ক্ষেত্রমত, বিশেষ শ্রেণির বা বর্ণনার বিদেশি নহেন উহা প্রমাণ করিবার দায়ভার উক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাইবে।

৫। **দণ্ড।**—কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করেন, বা লঙ্ঘনের চেষ্টা করেন, বা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি কোনো বিদেশি হইলে, অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, অথবা বিদেশি না হইলে, অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬। **এই আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।**—সরকার, আদেশ দ্বারা, এই মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে যে, কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা কোনো শ্রেণি বা বর্ণনার বিদেশি ব্যক্তির প্রতি, বা তাহাদের কোনো বিষয়ে, এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার যেকোনো বা সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে না অথবা, উক্ত আদেশে নির্ধারিত শর্তাদি সাপেক্ষে, বা সংশোধন সহকারে, প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্রত্যেক আদেশের একটি কপি আদেশ জারির অব্যবহিত পরে [১][সংসদে] উপস্থাপন করিতে হইবে।

৭। **এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তির রক্ষণ।**—এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের জন্য বা কার্য করিবার অভিপ্রায়ের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি, ফৌজদারি বা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

৮। **অন্যান্য আইনের প্রয়োগকে বারিত করিবে না।**—এই আইনের বিধানাবলি বিদেশি ব্যক্তি আইন, ১৯৪৬ এবং আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলির অতিরিক্ত হইবে এবং উহাদের হানিকর হইবে না।

৯। [**আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ।**—বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা বিলুপ্ত]।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ আমিন আল পারভেজ
উপসচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

[২]"সংসদে" শব্দটি "দ্য সেন্ট্রাল লেজিসলেচার" শব্দগুলির পরিবর্তে বাংলাদেশ লজ (রিভিশন অ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮নং আইন) এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd